# অষ্টাদশী

জগদীশ ভট্টাচার্য্য

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক :—জগদীশ ভট্টাচার্য্য
১০২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রহায়ণ ১৩৪০
দাম—পাঁচ আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে—

সত্যি কথা বলতে গেলে কোন কবির কোন কবিতার বইএরই বার হবার জন্যে প্রশংসাপত্রের প্রয়োজন নেই। এরকম প্রশংসাপত্র দেওয়া শুধু বাহুল্য নয়, এক হিসেবে ধৃষ্টতা। ব্যাপারটায় কেমন একটু ছাড়পত্র দেওয়ার আভাষ আছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হবার জন্য ফুলের ছাড়পত্রের দরকার হয়না, হোক্ সে গোলাপ বা হোক্ সে ঘেঁটু। যে কবিতা অন্তরের তাগিদে বার হয়েছে ও যার মূল্য ও আয়ু নির্ভর করছে তার নিজের রসসম্পদের ওপর, তার কপালে লেবেল মেরে দেওয়ার কোন মানে হয় না। লেবেল মারবার অধিকার কারু আছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ জাগে। কবিতা পড়ে বলতে পারি ভালো লেগেছে, কিন্তু আমার ভালো লাগাটা আর সকলের প্রশংসা আকর্ষণের চুম্বক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এ কথা মনে করবার মত অহঙ্কার আমার নেই। কারুরই থাকা উচিত নয়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কবিতার বইএর প্রশংসাপত্র লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে তাই আমি একটু সঙ্কোচ বোধ করছি। সঙ্কোচ বোধ করছি আরো বিশেষ করে এই জন্যে যে কবিতাগুলি সত্যি ভালো। নিজের গুণেই তারা অনায়াসে নিজের স্থান অধিকার করে নিতে পারবে। আমার ওকালতিতে তাদের কোন প্রয়োজন হবে না। সরবৎ ভালো হলে লোকে গেলাসের মার্কা দেখে না। যাই হোক্, নিস্প্রয়োজন হলেও, সত্যি ভালো লেগেছে বলেই এক কথায় এ বইএর ওকালতি শেষ করতে পারলাম না।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বইটিতে সবচেয়ে আমায় মুগ্ধ করেছে সমগ্রতার একটি সুর। সে সুর কোথাও কেটেছে বলে মনে হয় না। বিভিন্ন কবিতাগুলিতে সেই একই মূল সুরের বিভিন্ন ও বিচিত্র ব্যঞ্জনা। সমস্ত কবিতাগুলি একসঙ্গে জড়িয়ে একটি অখণ্ড রসলোক সৃষ্টি করেছে। নতুন কবির পক্ষে এ কম কৃতিত্ব নয়। উচ্ছ্বাসের বন্যায় কুল ছাপিয়ে পথভ্রষ্ট হবার প্রবৃত্তি ও প্রলোভন যখন অত্যন্ত বেশী সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেও নিজেকে নির্দ্দিষ্ট রূপ-সীমার মধ্যে তিনি যে আবদ্ধ রাখতে পেরেছেন এও তাঁর পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

# আমার কথা

বইখানি বের করবার সময় আমার কবিঅধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের নামই সকলের আগে মনে পড়ছে। এঁদের কাছেই আমার কাব্যজীবনের আরম্ভ বঙ্গবাসী-কলেজের আঙিনায়। তাঁদের স্নেহস্পর্শ বিনা বইখানি ঊষার আলোও দেখতে পেতো কিনা সে বিষয়ে আমার ঢের সন্দেহ আছে। শ্যামাপদবাবু ত কবিতা নির্ব্বাচন থেকে আরম্ভ করে 'ফাইনাল প্রুফ' পর্য্যন্ত. দেখে দিয়েছেন। তবু তাঁর অশেষ যত্ন-প্রচেষ্টাকে শুধু মাত্র কৃতজ্ঞতার গণ্ডীতে বেঁধে দেওয়ার মত দুঃসাহস আমার নেই। তা ছাড়া অধিকার যেখানে রয়েছে স্নেহের দাবী সেখানে, আর যা-ই হোক্, ঋণের কোঠায় অন্তত পড়ে না, বিশেষতঃ গুরুর নিকট শিষ্যের দাবী।

'মাসপয়লা'র ক্ষিতীশদা'র নিকট আমি বহুভাবেই ঋণী।

কবিতাগুলো আমার কোনো একটা বিশেষ Mood এর লেখা। জীবনে একবারই মাত্র মনকে সেভাবে পেয়েছিলাম। হয়ত আর পাব না—হয়ত আবার পাব। কিন্তু এর আগেও মন যেমন এভাবে ছিল না, এখনো আর নেই। সে জন্যেও কবিতাগুলো একত্র জড়ো করবার সার্থকতা রয়েছে বলেই মনে করি।*

জগদীশ ভট্টাচার্য্য।

* মুদ্রা-রাক্ষসীর ইন্দ্রজালে প্রথমার চতুর্থ বল্লরীর অঙ্গহানি হয়ে রহস্য স্থানে হয়েছে রসস্য আর চতুর্দ্দশীর নিমীলিত হয়েছে নিমিলিত।

# প্রথমা

আমার প্রিয়ার তনু অষ্টাদশ বসন্তের দান,
গর্ব্বিত স্রষ্টার চোখে প্রিয়া মোর স্বপ্নিত বিস্ময়,
কৌতূহলী পুরুষের মনোমাঝে মোহস্বপ্নময়
অজ্ঞাত রহস্য নিয়ে লীলালাস্যে সদাস্পন্দমান।

আমার প্রিয়ার তনু পরিস্ফুট পদ্মের মতন,
নবীন ননীর মত বর তনু অতি সুশীতল,
ফুলের মতন তনু—তারো চেয়ে আরো সুকোমল,
আমার প্রিয়ার তনু সুন্দরের কামনার ধন।

বক্ষে তার যৌবনের উদ্বেলিত মাধুরীবিকাশ,
সে নহে স্রষ্টার দান, স্রষ্টা তাই অজানা কৌতুকে
বিস্ময় বিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে পীনোন্নত বুকে—
দুটি স্তনে স্পন্দনের কী অপূর্ব্ব দোলন বিলাস!

সে দোলা বিশ্বের বুকে প্রেমময় আনে প্রাণগতি,
সে দোলা সৃষ্টির বুকে উচ্চকিত জাগায় স্পন্দন,
আঁখির মুকুরে তার হেরি আমি কল্পিত নন্দন;—
সুন্দরের পদতলে প্রিয়া মোর সৌন্দর্য্য-প্রণতি।

প্রেমস্বর্গ-যাত্রিকের পুণ্যতীর্থ প্রিয়ার তনিমা,
প্রহেলিকা পুরুষের, কল্পনার ধ্যানের প্রতিমা।

# দ্বিতীয়া

আমি তারে ভালোবাসি এই কথা জপি শতবার,
জপি আর সাথে সাথে তনুমন উঠে যে শিহরি'
প্রাণের পুলক আর রাখিতে পারি না বুঝি ধরি',
এতো সুখ, এতো শান্তি বুঝি আর সহে না আমার।

মনে হয়, ভেসে যাই ঊষসীর শীতল আলোকে,
ভেসে যাই প্রভাতের পুলকিত কাকলির সনে,
ভেসে যাই আত্মভোলা হিল্লোলিত দখিন পবনে,
ভালোবাসি জপি আর ভেসে যাই অন্য কোনো লোকে।

পড়ে থাক্ যতো কাজ, শুধু আজ ঘুরি অকারণে,
দুলিয়া বেড়াই আর মনে মনে জপি এই কথা,
আজি ব'সে থাকা নয়, ঘুরি আর কহি সে বারতা—
নিজেই নিজেরে কহি—কহি আর শুনি নিজ মনে।

ধরণীরে ভুলে যাব, ভুলে যাব যতো কোলাহল,
কেহ নাই, প্রিয়া নাই, আছি আমি, আছে ভালোবাসা,
আমার জীবন সাথে মিশিয়াছে শুধু ওই ভাষা;
আমার প্রাণের গানে তারি সুর বাজে অবিরল।

আমি তারে ভালোবাসি এই কথা জপি শতবার,
এতো সুখ, এতো শান্তি বুঝি আর সহে না আমার।

---

## তৃতীয়া

রুগ্ন ঘর, দু'নয়নে অবসন্ন ক্লান্ত ঘুম নামে,
নিমিলিত আঁখিপাতে নম্রস্পর্শ কবোষ্ণ নিঃশ্বাস,
নিবিড় নীরব চুমা, তবু কেন হয় না বিশ্বাস,
তন্দ্রালীন প্রাণে যেন ধীরে ধীরে চেতনাও থামে।

প্রিয়া না মনের ভুল জানি না ত, পারি না বুঝিতে;
স্বপ্ন নহে, তবু যেন মনে হয় স্বপ্নের মতন,
পরিচিত কার স্পর্শ, চিরচেনা প্রেমালু নয়ন,
মনে হয় চিনি যেন, ভালো করে পারি না খুঁজিতে।

রুগ্ন ঘরে রন্ধ্রহীন সুনিবিড় ঘন অন্ধকার,
নয়ন মেলিতে চাহি আঁখিপাতা পারি না তুলিতে,
ঠোঁটের নিবিড় চাপে অধরোষ্ঠ পারি না খুলিতে,
নবনীত তন্বীতনু পরায়েছে গলে মণিহার।

মনে হয় সত্য নহে, এ কেবল নিশীথ স্বপন,
লতার মতন তবে কে আমারে রয়েছে ঘিরিয়া?
অতীত প্রিয়ার স্পর্শ যেন বুকে পেয়েছি ফিরিয়া;
মনে পড়ে গেলো আজ ভুলে-যাওয়া বাসর শয়ন।

রুগ্ন ক্লান্ত দেহে মনে তন্দ্রা নামে, চেতনা হারায়;
বাস্তবী ও মানসীতে মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

# চতুর্থী

অদূরে নামিছে সন্ধ্যা নীলিমার নীলাঞ্চল বুকে
নামিছে ক্লান্তির মত নতমুখী শ্যামাঙ্গী শ্যামলী,
নামিছে স্বপ্নের মত লঘুপদে চলাপথ চলি'
নামিছে প্রিয়ার মত সচকিত মিলন কৌতুকে।

মোর মুক্ত বাতায়নে নিভিতেছে দিবসের আলো
শ্রান্ত ক্লান্ত মুমূর্ষুর জ্যোতিহীন আঁখির মতন,
নিভিতেছে গোধূলির ব্যথাম্লান আলোর স্বপন
নীরবে আনত মুখে নামিতেছে রজনীর কালো।

কেহ আসি' সন্ধ্যাদীপ জ্বালেনিকো মোর গৃহকোণে,
ব্যথাস্তব্ধ অন্ধকার রহিয়াছে আমারে ঘিরিয়া,
যে চ'লে গিয়েছে কবে সেতো আর এলো না ফিরিয়া,
এলো না সে পলাতকা, গেছে চ'লে সন্ধ্যাসমীরণে।

সেদিন সাঁঝের বেলা প্রিয়া বসি' ক্ষীণ দীপালোকে
সেতারের স্বরপুঞ্জে স্বপ্নলোক করেছে সৃজন,
কৃষ্ণতার দুটি চোখে নেমেছিল প্রেমের স্বপন,
প্রিয়া নাই, প্রেম তার রেখে গেছে তারকার চোখে।

শুক্লপক্ষ তৃতীয়ার রাত্রি নামে চাঁদ কোলে তার,
অন্ধকারে সন্ধ্যাদীপ গৃহে মোর জ্বলেনি আবার।

---

# পঞ্চমী

আমার মানসলোকে  কবে তুমি ফুটিলে মানসী
স্বপ্নস্নাত কল্পনায়  লাজরক্ত লীলাপদ্ম সম,
বক্ষলীন মৌন বাণী, প্রেমনত প্রাণদাত্রী মম—
আশ্বিন শিশিরসিক্ত  সুধাস্নিগ্ধ পূর্ণিমার শশী।

কুহেলি কুহক ময় মায়াঞ্চলে হে অবগুণ্ঠিতা
ইন্দ্রজাল স্পর্শ দিয়ে সংজ্ঞা মোর অবলুপ্ত করি'
ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি স্বপ্নাবেশে নিয়ে গেলে হরি',
আত্মার আলোকে তোমা চিনিলাম প্রেমপ্রস্ফুটিতা।

রূপ-স্পর্শ-গন্ধময় নিখিলের যত বিচিত্রতা
নিঃসীম তামসীতলে হারায়েছে বিভিন্নের সীমা,
বিশ্ববক্ষ গ্রাস করি' রহিয়াছে অনন্ত নীলিমা—
তারি মাঝে একা তুমি তেজোময়ী মূর্ত্ত উজ্জ্বলতা।

সংখ্যাহীন রূপপুঞ্জ মিশিয়াছে তোমার মাঝারে,
কিছু নাই,—শুধু আছে মোহাবিষ্ট স্বপ্ন একখানি
মোর মনে স্বপ্ন হয়ে একমাত্র তুমি আছ জানি,
তোমার মাঝারে আমি স্বপ্নদ্রষ্টা চিনি আপনারে।

নহ তুমি বাস্তবিকা, তুমি চির কল্পনার ধন,
আমি স্বপ্নস্রষ্টা আর তুমি মোর স্বপ্ন চিরন্তন।

---

# ষষ্ঠী

প্রেমের দেবতা মোর, কহ মোরে, কহ একবার
আমার মতন কভু কেঁদেছো কি বিরহ জ্বালায় ?
না-পাওয়ার ব্যথা নিয়ে একা একা বসি' নিরালায়
কেঁদেছো কি সঙ্গোপনে, কহ মোরে দেবতা আমার ?

আমি যে পারি না আর, কতো কাল থাকি বল একা,
কেমনে কাটাব এই সঙ্গীহীন অমাবিভাবরী ?
আকাশে চাঁদিমা নাই, কালিমায় ঢেকেছে শর্ব্বরী,
কেমনে কাটিবে নিশি—আজো তার পাব না কি দেখা ?

এমন রাতের মত কোনো রাত কেটেছে তোমার ?
যে রাতে আকাশ ফাঁকা, রূপহীন ধরণীর কালো,
তারো মাঝে বার বার মনে হয়, বাসি আজ ভালো,
তবু হায় কাছে আর কেহ নাই ভালোবাসিবার !

কাটেনি এমন রাত ?—তবে তুমি ভালোবাস নাই,
শুনো নাই মর্ম্ম মাঝে চির-রিক্ত প্রাণের কাঁদন
যে প্রাণ খুঁজিয়া মরে সীমানার প্রেমের বাঁধন—
অনন্ত প্রয়াণ পথে ক্ষণিকের বিশ্রামের ঠাঁই।

হে মুক্ত, কহ ত মোরে, কোনো রাত কাটেনি এমন—
যে রাতে অসীম প্রেম চায় ক্ষুদ্র নীড়ের বাঁধন ?

---

# সপ্তমী

সেদিনো যখন তুমি আস নাই ধরণীর কোলে
আসে নাই বসন্তের হিল্লোলিত মিলনের গান,
বন্ধ্যা ছিল অরণ্যানী, ব্যর্থ ছিল ষড়ঋতু-দান,
দোলা লাগে নাই প্রাণে ধরণীর নর্ত্তনের দোলে।

পশ্চিমের রক্তরাগ দিগন্তের দূর অস্তাচলে
তুলে নাই প্রাণে মোর বিবাগিনী পূরবীর তান ;
শরতের পূর্ণিমাতে জ্যো'স্নালোকে হাসে নাই প্রাণ,
ঊষসীর শুভ্র আলো মিথ্যা এসেছিল পূর্ব্বাচলে।

তারপরে একদিন স্বপ্নাতুর অর্দ্ধ জাগরণে
তন্ময় ধ্যানের লোকে রূপ নিলে সুগৌরী তনিমা—
প্রেমের প্লাবন মাঝে পার্শ্বে মোর আসিলে পূর্ণিমা,
ধরণীর রিক্ত শোভা পূর্ণ হলো সে শুভ লগনে ;—

জ্যো'স্নায় জাগিল স্বপ্ন, চন্দ্রিমায় কা'র মুখ জাগে,
রজনীগন্ধার বনে মন্দানিল বহিল পুলকে,
শ্যামল পাতার ফাঁকে স্বপ্ন লাগে মল্লিকার চোখে,
সরসীতে প্রস্ফুটিতা কমলিনী প্রেম-অনুরাগে।

বিশ্বের সুষমা নিয়ে মোর বুকে আসিলে মানসী,
তোমার রূপের স্পর্শে ধরিত্রীও হলো যে রূপসী।

---

# অষ্টমী

তুমিত আস না প্রিয়া, তা'রা সবে আসে দলে দলে,
আসে তা'রা মোর দ্বারে প্রেমার্থিনী তরুণীরা সবে,
পূজার্ঘ্য সাজায়ে তা'রা আনে মোর প্রেম-মহোৎসবে
তাদেরে ঘিরিয়া নিত্য দেবতার পূজার্চ্চনা চলে।

পরিপূর্ণ যৌবনের সুষমায় কেহ অতুলন,
সুতন্বী তরুণী কেহ সুশীতল নবনীর মত
কৃষ্ণতার কারো দুটি কালো আঁখি প্রেমভারনত,
দুধে আলতায় মাখা কারো রঙ্ পদ্মের মতন।

আমি তাহাদের মাঝে তোমারেই খুঁজি বার বার,
কারো চোখ, কারো মুখ, কারো তন্বী তনুর গড়ন
যাহোক্-একটা-কিছু অবিকল তোমার মতন,
তবু হায় কারো মাঝে পাই না তো পূর্ণতা তোমার।

জানি এ ধরার বুকে কোনো কালে পাব না সন্ধান,
তবু তোমা খুঁজে মরি চিরকাল প্রেম-মুসাফির,
প্রেমের দেবতা মোর তৃপ্তিহীন, মানে নাকো থির,
তাই মোর প্রাণে প্রাণে প্রেমপ্রার্থী অনন্ত প্রয়াণ।

মোর মন-আকাশের হে অধরা পূর্ণিমার শশী,
এসো এসো প্রিয়তমা, এসো মোর সম্পূর্ণ মানসী।

# নবমী

সেদিনো এমন করে অর্দ্ধ আলো অর্দ্ধ অন্ধকারে,
পশ্চিম দিগন্ত কোণে ঢলিয়াছে কৃষ্ণপক্ষ শশী,
তামসী গুণ্ঠন ছিঁড়ি স্বপ্নাতুরা তরুণী উষসী
অস্পষ্ট আলোক মাঝে অতি ধীরে চুমেছে আমারে।

আমার শয়ন পার্শ্বে তন্দ্রালীন ছিল প্রিয়া মোর
এলায়ে আমার বুকে জ্যো'স্নাজিনি গৌর তনুদেহ,
সুপ্ত ওষ্ঠাধরে তার ওষ্ঠ মোর কুড়ায়েছে স্নেহ,
জাগ্রত চকিত আমি আলিঙ্গনে বিবশ বিভোর।

অকস্মাৎ আলোস্পর্শে প্রিয়তমা জাগিল সহসা,
সলাজ-কিশোরী-কুণ্ঠা এলো তার দু'আঁখি জড়ায়ে,
স্রস্তবাস বক্ষে টেনে অর্দ্ধশিরে গুণ্ঠন পরায়ে,
নিশান্ত চুম্বন ধীরে আঁকিল সে পুলকে বিবশা।

আলিঙ্গন মুক্ত করি' প্রিয়া মোরে করিল ছলনা,
এসেছিল স্বপ্নময়ী চলে গেলো পুনঃ স্বপ্নলোক
প্রাগূষা মধুর ধ্যান ভেঙে দিল নিষ্ঠুর আলোক,—
সে অভিসারিকা আর মোর বুকে কভু আসিল না।

সেদিনো উষার স্পর্শে তৃপ্তি সুখে ভেঙেছে স্বপন,
আজিও উষার স্পর্শ তবু জলে ভাসিছে নয়ন।

---

# দশমী

সেদিন চাহিয়াছিলে মিলনের প্রথম চুম্বন,
বুকে বুক চেপে রাখি' গলে মালা তনু-বাহুলতা,
মোর কণ্ঠলগ্ন হয়ে কয়েছিলে শুধু দুটি কথা,
আবেশে অস্ফুট বাণী, কানে কানে প্রেম-গুঞ্জরণ।

সেকথা ফুটেনি মুখে, ফুটেছিল দুটি আঁখিকোণে,
কথা তুমি ভুলেছিলে তৃষাক্লিষ্ট অসহ আবেশে;
তৃষার্ত্ত প্রেমের শেষ ভাষা খুঁজে কোথায় পাবে সে,
অসীম-অসীম প্রেম, সীমানা পাবে না তনুমনে।

চক্ষে তব ফুটেছিল প্রকাশের অসহ্য বেদনা,
অবরুদ্ধ হৃদয়ের তনুতীর্থে কী সে আর্ত্তনাদ;
যে কথা বলোনি মুখে চোখে তার দিয়েছো সংবাদ,
আবেশে অবশ করা মিলনের নীরব প্রার্থনা।

দু'বাহু বন্ধনে আমি বাঁধিলাম ক্ষীণ তনুলতা,
অধরোষ্ঠে অধরের শেষ সুধা দিলাম বিলায়ে,
মিলন-তৃষার্ত্ত দুটি প্রাণে প্রাণ গেলো যে মিলায়ে,
মিলন হইল ভোর, তবু বুকে রয়ে গেলো কথা।

শেষ হলো মিলনের চিরকাম্য প্রথম চুম্বন
তবু প্রাণ কী যে চাহে, কি যেন নূতনতর ধন।

---

# একাদশী

আমার প্রিয়ার নামে কেগো তুমি গান গাও বসে ?
সুরের স্বপন রচি' কি আনন্দে মজিয়াছ গুণি ?
প্রিয়ার বিরহী কবি, একা বসে সেই গান শুনি—
সুরের মূর্চ্ছনা এর মর্ম্মের পাঁজরে মোর পশে।

এ গান শিখিলে কোথা, এ যে মোর প্রেয়সীর গান,
আমি তা রচনা করি' শুনায়েছি তারে কতো বার,
এ গান আমারি গান, এ গান যে আমারি প্রিয়ার,
এ গান শিখিলে কোথা—কেমনে বা দিলে এরে প্রাণ ?

পূর্ণিমা নিশীথে মোরা শয্যা ছাড়ি' গিয়েছিনু ছাদে,
কোলের সেতার পাশে তনু তার এলায়েছে প্রিয়া,
গাহিয়াছি এই গান বিরহের ব্যথা জাগানিয়া,
কাঁদে প্রিয়া, তার সাথে কোলের সেতার সেও কাঁদে।

এ গান কোথায় পেলে, কোথা তুমি পেলে এর প্রাণ ?
বুকের বিরহ দিয়া সৃজিয়াছি বেহাগ রাগিনী,
প্রিয়ারে ছলনা ক'রে করিয়াছি তারে বিবাগিনী ;
এ গান গেয়ো না গুণী, বুকভাঙা বিরহের গান।

তৃষিত মিলনক্ষণে যেই গান গড়েছে বিরহ,
আজি এ বিরহে মোরে কাঁদাইছে তাই অহরহ।

---

# দ্বাদশী

সেদিন নিদাঘে মোর দুপুরের ছিল অবসর,
কর্ম্মহীন শিথিলতা লঘুপক্ষ বলাকার মত,
মুক্তির প্রশান্তি মোর বক্ষ জুড়ে ছিল অবিরত,
নিশ্চুপ আকাশ মৌনী, কর্ম্মমুক্ত বিশ্বের অন্তর।

ধরণীর নৃত্যলীলা থেমেছিল ক্ষণেকের মত,
উন্মত্ত গতির মাঝে অকস্মাৎ নিঝুম বিরতি,
সম্বুদ্ধ চেতনা তার জেগেছিল আপনার প্রতি
তাই সে নিস্তব্ধ ছিল যেন মৌন তপস্যায় রত।

বিশ্বজুড়ে নিয়মের শৃঙ্খলিত দুশ্চ্ছেদ্য বন্ধন,
দিবারাত্র বিধাতার স্বেচ্ছাচারী সৃষ্টির খেয়াল,
দুর্ব্বল মানব-বক্ষে গর্জ্জে তার শাসন ভয়াল;
প্রাণহীন যন্ত্র চলে, নাই শুধু প্রাণের স্পন্দন।

বক্ষ হতে বহুদূরে চলে গেছে পরাণের প্রিয়া,
কর্ম্মের চক্রের তলে পিষে গেছে তার কম্র প্রাণ,
মোর মনোধরণীতে প্রিয়াশশী হলো অস্তমান,
তারি প্রায়শ্চিত্ত করি বিরহের সাহারা রচিয়া।

দাসত্বের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে কতোদিন পরে,
কবে মোরা যেতে পাব মুক্তপ্রেমে সত্য পথ ধরে?

---

# ত্রয়োদশী

প্রিয়া চলে গেছে দূরে, স্মৃতি শুধু রয়েছে পশ্চাতে,
নিরালায় একা আমি বিরহের বেদনা-জর্জ্জর,
ফুলের সুবাস গেছে, শুধু শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর—
মাধবী নিকুঞ্জ যেন গুমরিছে মোর বেদনাতে।

সেদিনের কৃষ্ণ পক্ষ মসীলিপ্ত ঘন তমিস্রায়,
সুনিভৃত প্রেমকুঞ্জ ছিল সুপ্ত নীরব নির্জ্জন,
প্রিয়ার প্রতীক্ষারত পুলকিত মোর তনু-মন,
সুরভিত সমীরণে সংজ্ঞা মোর অবলুপ্ত-প্রায়।

সে অভিসারিকা এলো স্বপ্নময় ঘুমের মতন,
কোন্ কল্পলোক হতে নেমে আসা যেন সে রাগিনী,
সে সুর-আবেশ মাঝে মিশে গেলো সে অনুরাগিনী,
মিলনের মাঝে এলো নিশ্চেতন স্পর্শ-শিহরণ।

কম্পিত শঙ্কিত তনু—লুপ্ত হলো আকাশের তারা,
লুপ্ত হলো প্রিয়া মোর মিলনের পুঞ্জিত পুলকে,
অব্যক্ত আনন্দ গান পূর্ণ ক'রে দিলো লোকে লোকে,
অবগাঢ় অন্ধকারে মোরা দোঁহে হনু আত্মহারা।

প্রিয়াহীন মহাশূন্যে জাগিলাম বিরহ জ্বালায়,
মিলন দিয়েছে ফাঁকি, একা আমি রাত্রি-নিরালায়।

---

# চতুর্দ্দশী

স্বপ্নাসীনা মানসীর রিণিঝিনি চরণ-মঞ্জীরে,
মধ্য রাত্রে অকস্মাৎ স্বপ্নলঘু সুপ্তি মোর টুটে,
স্তিমিত নীরব কক্ষ, কণ্ঠে তবু ভাষা নাহি ফুটে,
পুলক হিল্লোল তুলি' পলাতকা চলে যায় ধীরে।

মসীলিপ্ত সেই কক্ষে একা আমি অবশ পুলকে—
পেলব তনুর স্পর্শ, সুনিবিড় অজস্র চুম্বন,
আবেশে অবশ করি' স্বপ্নাতুর ক'রে রাখে মন,
তন্দ্রাহীন প্রাণ মোর পুনরায় ডুবে স্বপ্নলোকে।

অন্ধকার কক্ষে তার লেগে আছে মৃদুল পরশ,
আমার নিঃশ্বাস-বায়ু পূর্ণ তার সুরভি নিঃশ্বাসে,
নিমীলিত দুটি চক্ষে হিল্লোলিত তন্বীতনু ভাসে,
আমার হৃদয় মনে পরিপূর্ণ মিলন হরষ।

শরীরিণী চলে গেছে, শুধু তার শত স্পর্শ রাশি,
পূর্ণ ক'রে গেছে মোর সুপ্তিহারা নিশীথের ধ্যান,
আপন স্মৃতির মাঝে আপনি সে হলো অবসান,
একেলা পালঙ্কে আমি আত্মহারা তারি স্বপ্নে ভাসি

তন্ময় ধ্যানের মাঝে চক্ষে মোর নেমে আসে ঘুম-
তন্দ্রা যেন তারি দে'য়া একখানি সুনিবিড় চুম।

---

# পঞ্চদশী

প্রেমের বাঁধন দিয়ে খুলে নাও প্রাণের বাঁধন,
শিকল পরায়ে পায় মুক্তিপথ রুধিয়ো না প্রিয়া,
বিলুপ্ত করো না আলো দাসত্বের অভিশাপ দিয়া,
অনন্তের যাত্রা হবে চিরন্তন আত্মার সাধন।

জড়ায়ো না আপনারে অতিক্ষুদ্র সীমানার মাঝে,
যে প্রাণ বিশ্বেরে চায় প্রবঞ্চিত করিয়ো না তা'রে,
নিষ্ঠার নিগড় দিয়ে রুধিয়ো না সে ভালোবাসারে,
প্রাণ যে নিখিলচারী, তার গানে লক্ষ সুর বাজে।

আমি ভালোবাসি তোমা, চিরমুক্ত সে প্রেম আমার,
তোমারো আসার আগে বেসেছিনু বহুবার ভালো,
বিগত দিনের প্রেমে চিনিলাম নব প্রেম-আলো,
তোমারো নবীন প্রেম নবরূপে আসিবে আবার।

সংসার পেছনে থাক্, সমাজের করিয়ো না ভয়,
নৈষ্ঠিক জীবন—সে তো সামাজিক নীতির শাসন,
সেখানে নাইত প্রাণ, প্রাণ কভু মানে না বাঁধন,
ভ্রাম্যমান চিরচারী,—এই তার সত্য পরিচয়।

প্রেমের বাঁধন দিয়ে খুলে নাও প্রাণের বাঁধন,
অনন্তের যাত্রা হবে চিরমুক্ত আত্মার সাধন।

---

# ষোড়শী

যে কভু বাসে নি ভালো, পড়েনি যে কোনোদিন প্রেমে,
যে কভু প্রেমের লাগি প্রাণমন দেয়নি বিলায়ে,
অথবা প্রিয়ার স্বপ্নে পরিপূর্ণ যায়নি মিলায়ে,
তার তরে মরণের অমাবস্যা আসে ওই নেমে।

চুপে চুপে ভালোবেসে যে কখনো ভুলে নাই ধরা,
ভুলে নাই জনতার কামনার কুশ্রী কোলাহল,
ভুলে নাই ক্ষুধাতুর মুহূর্ত্তের প্রবাহ চঞ্চল,
ভুলে নাই জীবনের লোভনীয় বেসাতি-পশরা।

অথবা যে ভালোবেসে অনায়াসে চাহে নি মরণ,
তৃপ্তিহীন যৌবনের ভোগপাত্র তুলে দিয়ে মুখে,
অকস্মাৎ অকারণে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সুখে,
যে কখনো মরণেরে মনে মনে করেনি বরণ।

তার তরে মৃত্যু সেতো মুক্তি নয়, আত্মার বিনাশ,
জীবন জীবন নয়, মিথ্যাময় বিস্মৃতি-কাহিনী,
কালের প্রবাহ চলে সর্ব্বগ্রাসী নিত্য-প্রবাহিনী
সে কাল-প্রবাহ তার জীবনেরে করে পূর্ণগ্রাস।

যে কভু বাসে নি ভালো, পড়েনি যে কোনোদিন প্রেমে,
তার তরে মরণের চির-সন্ধ্যা আসে ওই নেমে।

---

## সপ্তদশী

মানব মানবী মোরা চিরন্তন প্রেমের পূজারী,
আদম-ইভের বুকে আঁকি দিয়া স্রষ্টার গৌরব,
ধরণীরই আঙিনাতে জন্ম নিল প্রেমের সৌরভ ;—
দেবতারো হ'তে শ্রেষ্ঠ প্রেমসিক্ত মোরা নরনারী।

ত্রিদশ-আলয়ে থাক্ গতিহীন পূত-মন্দাকিনী,
নাই তাতে চলমান ভাগীরথী সুশীতল ধারা,
আর তার পাশে পাশে বিরহের প্রতপ্ত সাহারা,
বিরহ বিহীন প্রেম অর্থহীন অমর্ত্ত্য কাহিনী।

দেবতা জানেনা প্রেম, জানে শুধু অখণ্ড আপ্লুতি,
জন্মহীন মৃত্যুহীন অনশ্বর তাদের জীবন,
অবিমিশ্র রসধারা তারা করে নিত্য আস্বাদন,
বৈচিত্র্য-মাধুরীহীন তাহাদের অন্ধ অনুভূতি।

বিচিত্রের দেয়ালিতে মোরা করি প্রেম-মহোৎসব,
মিলনার্থী প্রাণে প্রাণে আমাদের প্রেমের সৃজন,
অতৃপ্তি-নৈরাশময় সুবিচিত্র বিরহ-মিলন,
আমাদের দেহতীর্থে দেহাতীত প্রেমের উদ্ভব।

মানব মানবী মোরা দেবতার চাহি না অমরা,
স্বর্গ হতে গরীয়সী আমাদের প্রেমপ্লুত ধরা।

———

# অষ্টাদশী

আমাদের জীবনের এই হ'বে সত্য পরিচয়,—
আমি যে প্রেমের হোতা তুমি তার হবে পূজারিণী,
দুজনই দু'য়ের কাছে চিরকাল র'ব প্রেমঋণী,
আত্মায় আত্মায় হবে যুগে যুগে প্রেম-বিনিময়।

যেদিন আমরা আর রহিব না মর মর্ত্ত্যলোকে,
হয়ত এ ধরণীও আজিকার মতন রবে না,
সেদিনো মোদের প্রেম মৃত্যুমাঝে নিঃশেষ হবে না
সেদিন প্রয়াণ তার চিরন্তন অমর্ত্ত্য আলোকে।

তারপর—ধরণীর নবতর সৃষ্টির সময়,
যেদিন পুরানো সবি মৃত্যুমাঝে মিথ্যা হয়ে যাবে,
সেদিন মোদের প্রেম সত্য হবে নব আবির্ভাবে,
হয়ত আমরা নাই—তবু প্রেম রহিবে অক্ষয়।

কাঁদিয়ো না প্রিয়া মোর, মৃত্যু নয় অনন্ত বিরহ,
মৃত্যু সে তো মুহূর্ত্তের, তারি বক্ষে যাপিছে জীবন
মৃত্যুহীন আমাদের চিরমুক্ত প্রেমের স্পন্দন—
বিরহের তপ্তদাহে প্রেমবর্ত্তি জ্বলে অহরহ।

আমাদের জীবনের এই হবে সত্য পরিচয়—
আমাদের ধর্ম্ম প্রেম, দেবতা ও চির প্রেমময়।

———